একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ইংরেজী পাঠ্য বই ইংলিশ ফর টুডে-একটি পর্যালোচনা

আব্দুস সালাম মিয়া

শ ফর টুডে (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ইংরেজী বশ্যিক পাঠ্য পুস্তক), প্রকাশকঃ ন্যাশনাল কারিকুলাম ড টেক্সট বুক বোর্ড, ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৩০, মূল্য- াকা, লেখক ডঃ এম. শহীদুল্লাহ, জহুরুল ইসলাম, ারা নাসরীন মজিদ, নাজমা শামস এবং এমএস হক। াদনা করেন ডঃ আরিফা রহমান। সম্ভবতঃ ১৯৭৩-৭৪ ইমারী পর্যায় ১ম বা ২য় শ্রেণীতে বাংলা কে গরু, ছাগল, কুকুর প্রভৃতির ছবি ঃ লেখা ছিলঃ কোনটি কিভাবে হাঁটে ক শিক্ষক মহাশয় তা শ্রেণী কক্ষে হেঁটে এবং ডেকে । বিষয়টি তৎকালীন সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ঃ হলে পরবর্তী সময়ে উক্ত বই প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। 'ইংলিশ ফর টুডে'-৩২০ পৃষ্ঠার বইটিতে প্রায় ২০০-এর ব আছে। ছবি শুধু ছবি নয়- ছবি দেখে ছবির লোকগুলির নুমান করতে হবে, ছবির লোকটি কেমন তা বলতে হবে, আলাপ করতে হবে, সঙ্গীর সাথে আলাপ করতে হবে। নিয়ে আলাপ-আলোচনা, অনুমান করা বইটির মূল ক্ত বা শিক্ষণীয় বিষয়। মূল বইটিতে প্রশ্ন আছে, অথচ ই-নোট থেকে লিখতে হবে- এ বিষয়টিও অন্যতম

য়োজনীয়ভাবে ছবি-নির্ভরঃ সাধারণ নিয়ম এই যে, কোন র্কে আলোচনা করলে বা লিখলে সাথে ছবি দেওয়া হয়। াজমহল সম্পর্কে লিখলে তাজমহলের ছবি থাকতে পারে। বইয়ে তাজমহল, সংসদ ভবন, বঙ্গবন্ধু সেতু সম্পর্কে , কোন ছবি নাই। আবার ৩২০ পৃষ্ঠার বইয়ে ২০০-এর ব আছে যা অপ্রয়োজনীয়। ছবি দেখে পারস্পরিক সম্পর্ক র সাথে আলোচনা, ছবির লোকটি কি ধরনের তা বলা, রীরিক গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা প্রভৃতি অহেতুকভাবে য়ে সংযোজিত হয়েছে। একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার নামে অহেতুকভাবে ছবি বিশেষজ্ঞ বানানোর করা হয়েছে। যাতে শিক্ষণীয় কিছু নেই এবং কোন নেই।

বা সঙ্গীর সাথে আলোচনা যা অসম্ভবঃ প্রতিটি ছবি ও সঙ্গীর সাথে অথবা যুগ্মভাবে আলাপ-আলোচনার কথা বলা

বর্তমান শের শিক্ষা প্রেক্ষাপট যা সম্ভব নয়। শ্রেণীতে ২/৩ ক্ষার্থী আছে- কার সাথে আলোচনা পরীক্ষা হবে ছবি দেখে সময় কার ালাপ করবে? আকাশ কুসুম

সম্পূর্ণরূপে র্নির্ভরঃ ছবি বা অন্য কোন সঙ্গীর সাথে -আলোচনা বা যুগ্মভাবে আলাপ-আলোচনা ৯০% ক্ষেত্রে নেই। ফলে, আলাপ-আলোচনা হবে সম্পূর্ণ নোট-নির্ভর। াতে পারে; শিক্ষার্থীরা নিজেরাই মৌলিক আলাপ-আলোচনা । যদি তাই সম্ভব হতো তাহলে এর চেয়ে সহজ পরীক্ষায় ফেল করবে কেন? (২০০১ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় হার ১৯%) সুতরাং, শিক্ষার্থীরা নিজেরাই আলাপ-আলোচনা সাহায্য না নিয়ে এ ধারণা বাস্তবতা বিবর্জিত।

-১২, লেসন-২, পৃষ্ঠা-১৫২তে আমাদের শহীদ বুদ্ধিজীবী ১৪ ছবি আছে। অথচ তাদের সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই। য়েছে- ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে যুগ্মভাবে চিহ্নিত করে তাদের র যুগলভাবে আলাপ করতে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে নোট থেকে। নোটের ভাষা শিখানোই যেন বইটির মূল - তাহলে টেক্সট বই কেন?

১০, লেসন-২, পৃষ্ঠা-১২৬-এ পেলে, ওয়াসিম আকরাম, কার, রুজনার, ম্যারাডোনা প্রভৃতি ১৫ জন ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের দিয়ে তারা কে কি জন্য বিখ্যাত তা আলোচনা করতে বলা

> সাধারণ নিয়ম এই যে, কোন কিছু সম্পর্কে আলোচনা করলে বা লিখলে সাথে ছবি দেওয়া হয়। যেমন- তাজমহল সম্পর্কে লিখলে তাজমহলের ছবি থাকতে পারে। কিন্তু অত্র বইয়ে তাজমহল, সংসদ ভবন, বঙ্গবন্ধু সেতু সম্পর্কে আলোচনা, কোন ছবি নাই। আবার ৩২০ পৃষ্ঠার বইয়ে ২০০-এর বেশী ছবি আছে যা অপ্রয়োজনীয়। ছবি দেখে পারস্পরিক সম্পর্ক সহ-পাঠীর সাথে আলোচনা, ছবির লোকটি কি ধরনের তা বলা, ছবির শারীরিক গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা প্রভৃতি অহেতুকভাবে পাঠ্য বইয়ে সংযোজিত হয়েছে। একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজী শিক্ষার নামে অহেতুকভাবে ছবি বিশেষজ্ঞ বানানোর অপচেষ্টা করা হয়েছে। যাতে শিক্ষণীয় কিছু নেই এবং কোন প্রয়োজন নেই।

সম্পর্কে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। আবার এ লেসনেই একজন সুপরিচিত অধ্যাপকের খেলাধুলার উপর একটি সাক্ষাৎকার শুনতে বলা হয়েছে। যা কিছুই বইয়ে নেই। শিখতে হবে নোট থেকে। নোট-নির্ভর এই বইটি ছাত্রদের জন্য ধ্বংসাত্মক ও দুর্ভাগ্যজনক জাতির জন্য। বইয়ে আছে শিক্ষণীয় বিষয় ২০%, নোটে ৮০%।

পাঠ্যসূচী অত্যন্ত বেশিঃ ৩২০ পৃষ্ঠার এই বইটিতে ২৪টি ইউনিট এবং ১৫৮টি লেসন বা পাঠ আছে। সিলেবাস অনুযায়ী সম্পূর্ণ বইটাই পাঠ্য। উক্ত বইয়ে প্রশ্ন আছে, ছবি আছে, অথচ উত্তর নেই- এমন প্রশ্ন ও উত্তর হবে বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যার চেয়ে কমপক্ষে ৩ গুন বেশি। যা নোট থেকে পড়তে হবে। তাহলে পাঠ্যসূচী হয় প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠার কাছাকাছি। তাও ইংরেজী বিষয়। বিষয়টা অকল্পনীয় ব্যাপার। এই বই চালু থাকলে অকৃতকার্যের হার ৯০% ছাড়িয়ে যাবে।

শিক্ষার্থীরা ইংরেজী সাহিত্য থেকে বঞ্চিতঃ শতবর্ষ পূর্ব থেকে একাডেমিক পরীক্ষার শুরু থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় ইংরেজী টেক্সট বইয়ে বিদেশী বিখ্যাত কবি, লেখকদের উৎকৃষ্টমানের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ থাকত এবং নির্ধারিত কয়েকটি পাঠ্য থাকত। ইংরেজী সাহিত্যের ভাল কবি, লেখকদের সাথে সামান্য পরিচিতি ও ইংরেজী ভাষাকে মাধুর্য ও ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হওয়াই মূল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা সেক্সপিয়র, বায়রন, কীটস্, শেলী প্রভৃতি কবির নাম শুনবে না- পড়বে না কোন কবিতা। হয়ত কোনদিনই পড়বে না, কেননা আবশ্যিক ইংরেজী শিক্ষা পর্ব এখানেই শেষ। আলোচ্য বইটির ইংরেজী ভাষা ভালো। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ভালো কবি ও বড় কবি ছিলেন। কিন্তু ভাল বা বড় ইংরেজী কবি ছিলেন না। শতবর্ষের ধারা পাল্টিয়ে কি সব ছবি দিয়ে, পাহাড় সমান পাঠ্যসূচী করে ইংরেজী বিষয়কে অনেক কঠিন করা হয়েছে।

সাধারণ জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টাঃ আলোচ্য বইটিতে প্রায় প্রতিটি পাঠে সাধারণ জ্ঞান বা জেনারেল নলেজের অপূর্ব সমাহার আছে এটা সত্য। বইটি সুন্দরভাবে আত্মস্থ করতে পারলে নিজে নিজে ইংরেজী লেখা, বলার ক্ষমতা হবে এও সত্য। কিন্তু ইংজী টেক্সট বইয়ের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা ঠিক নয়- বরং অন্য কোন বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এইভাবে ইংরেজীও শিখবে না সাধারণ জ্ঞানও নয়। পূর্বের পদ্ধতি বা বর্তমান পদ্ধতি যে পদ্ধতি হোক না কেন অন্ততঃ ৫% শিক্ষার্থী স্বাচ্ছন্দ্যভাবে ইংরেজী শিখবে। বর্তমান পদ্ধতিতে ১০০% শিক্ষার্থীকে মৌলিকভাবে ইংরেজী শেখার অর্থাৎ বলার ও লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ১০০% কখনই শিখতে পারবে না, সম্ভবও নয়। ফলে ৫%-১০% পাস করবে- অন্য সবাই অকৃতকার্য হবে। ফলে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

সর্বশেষ মন্তব্যঃ বর্তমান বছরের শুরুতে মাধ্যমিক পর্যায় পাঠ্যপুস্তক সরবরাহে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা আমরা সবাই অবগত। বছর বছর বই পাল্টানোর মধ্যে এক শ্রেণীর লোকের বিশেষ সুবিধা থাকে। তাই নিত্য-নতুন বই। অত্র পাঠ্যপুস্তকটি অনেক দেরীতে বাজারে এসেছে। দ্বিগুণ দামে বিক্রি হয়েছে। উপরোক্ত আলোচনায় ইহা স্পষ্ট যে, উক্ত বইটি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে প্রচুর ক্ষোভ আছে।

এমতাবস্থায় উক্ত সংকট থেকে উত্তরণের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ করছিঃ (১) পাঠ্যপুস্তক হিসাবে উক্ত অনুপযুক্ত বইটি প্রত্যাহার করে বিদগ্ধজন দিয়ে পুনরায় সম্পাদনা করে পাঠ্য উপযোগ্য বই প্রকাশ করা হোক। (২) বর্তমান সেসনের জন্য নতুন বই বের করা সম্ভব না হলে পুরাতন পাঠ্যসূচী চালু করে এই সেসনের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেয়া হোক। (৩) অথবা, বর্তমান বইটি এ সেসনে পরিবর্তন একান্ত সম্ভব না হলে বর্তমান বইটির সিলেবাস সংক্ষিপ্ত করে বেছে বেছে কিছু লেখা সিলেবাসভুক্ত করা হোক। সবশেষে, বইটি সংশ্লিষ্ট সকলকে পড়ে দেখার অনুরোধ করছি।

[লেখকঃ একজন ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ও অভিভাবক।]